গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন কোষ
www.cabinet.gov.bd

উপ-সচিব (আইন কোষ) এর দপ্তর
সিঃ সহকারী সচিব (আইন কোষ)
প্রাপ্তি নং- ৫৭২
তারিখ- ২৫/৪/১২

নং- ০৪.১১১.০৩৫.৭০.০০২.২০১০- ৫২

২৫ চৈত্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ
০৮-এপ্রিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়ঃ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় লিখিত জবাব (affidavit in opposition) প্রদান সম্পর্কে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের পর্যবেক্ষণ।

রিট পিটিশন নম্বর ৬৪০৬/২০১০-এ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে আদেশ প্রদান করেছেন যে, আদালত অনবরত এবং অব্যাহতভাবে লক্ষ্য করছেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মকর্তাগণ কর্তৃক লিখিত জবাব (affidavit in opposition) প্রায় ৯০% ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয় না। ফলে, সরকারের বিপক্ষে মামলার রায় হয়। এতে জাতি, সরকার ও করদাতাগণের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীও এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়।

০২। সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার জবাব তৈরি, মামলার বিষয়ে সরকারি কৌসুলীর সংগে যোগাযোগ, শুনানীর দিন কৌসুলীসহ আদালতে উপস্থিতি এবং মামলার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ সকল পদক্ষেপ সঠিক সময়ে ও যথাযথভাবে গ্রহণ করা হলে সরকারের স্বার্থ রক্ষা এবং মামলা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার নিরসন সম্ভব। সরকারের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল/সলিসিটর/জিপি/পিপি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদেরকে মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ করা বাঞ্ছনীয়।

০৩। কোন মামলায় রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে একই আদালতে রিভিউ/রিভিশন করার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে উচ্চতর আদালতে আপিল করার বিধান রয়েছে। মামলার রায় ঘোষণার পর যথাশীঘ্র রায়ের নকলের জন্য আবেদন করা সমীচীন। রায়ের নকলের জন্য আবেদন করার তারিখ থেকে রায়ের নকল প্রাপ্তির তারিখ পর্যন্ত ব্যয়িত সময় আপিল করার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গণনা করা হয় না। অধস্তন কোর্টের রায়ের নকল পাওয়ার পর আপিলের যৌক্তিকতা (statement of facts), তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ রায়ের নকল এবং মামলা দায়েরে বিলম্ব হলে/তামাদি আইন দ্বারা বারিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের যথাযথ কারণ এবং বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বর্ণনাসহ সলিসিটর অফিসে আপিলের জন্য পাঠাতে হয়।

০৪। লক্ষ্য করা গেছে যে, সরকারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল জবাব (statement of facts) উপস্থাপনের অভাবে অনেক মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে যায়। আদালতে সরকার পক্ষে কৌসুলী উপস্থিত না থাকার কারণে কোন কোন সময় একতরফা রায় (ex parte decree) হয়। সে কারণে মামলার কার্যক্রম বিভিন্ন স্তরে পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা সমীচীন হবে।

০৫। এমতাবস্থায়, সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় প্রয়োজনীয় তথ্য/উপাত্ত/প্রমাণকসহ লিখিত জবাব (affidavit in opposition) যথাসময়ে সলিসিটর অফিস এবং বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সদা সতর্ক ও মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌসুলীগণ যথাসময়ে উপযুক্ত আদালতে affidavit in opposition উপস্থাপনপূর্বক সরকারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের সচিববৃন্দকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং তাদের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ সংস্থার প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

০৮/৪/২০১২

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

০১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/ সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
--------------------------------------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ----------------------------------বিভাগ।
০৪। জেলা প্রশাসক (সকল), --জেলা।

অনুলিপিঃ

০১। বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট।
০২। সলিসিটর, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

\\Fileserver\law_cell\Law Cell\S.A.S\letter_U.doc